Name of the study area: Urban
Data Type: IDI with Household
Length of the interview/discussion: 35:20 min.
ID: IDI_AMR205_HH_U_19 July17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family members
Male	23	HSC	HDM	22,000 BDT	37 Months-Male	NO	Bangali	Total=5; Child-1, Husband(Res.), Wife , Brother & Sister

প্রশ্নর্কতা: আসসালামু আলাইকুম। আমি হচ্ছি ভাইয়া এস এম এস। ঢাকা আইসিডিডিয়ার বি মহাখালি কলেরা হাসপাতালে কাজ করি । আমরা বর্তমানে একটা গবেষণা করতেছি যেখানে বুঝার চেষ্টা করতেছি মানুষ এবং বাসাবাড়িতে যে সমস্ত গবাদি পশু এবং মানুষ আছে তারা যদি অসুস্থ হয় তারা কি করে পরামর্শ এবং চিকিৎসার জন্য তারা কোথায় যায় এবং অসুস্ততার জন্য তারা কোন এন্টিবায়োটিক কিনে কিনা এবং এন্টিবায়োটিক কিনার পর তারা সেটা কিভাবে ব্যবহার করে- সে সম্পর্কে আমরা জানতে চাই। আর গবেষনা থেকে যে সমস্ত তথ্য আমরা পাব সেটা ভবিষ্যতে জনসাধারনকে উৎসাহিত করার জন্য, যাতে তারা এন্টিবায়োটিকের যথাযথ এবং নিরাপদ ব্যবহার করে সেটা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করা হবে। তো ভাই আপনার থেকে আমরা যে সমস্ত তথ্য আমরা সংগ্রহ করছি এগুলো শুধুমাত্র গবেষনার কাজে ব্যবহার করা হবে এবং সমস্ত তথ্য আমরা গোপনীয়ভাবে সংরক্ষরন করবো আমাদের কলেরা হাসপাতালে। তো আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমরা শুরু করতে পারি। শুরু করবো কিনা ?

উত্তরদাতা: আচ্ছা ইনশাল্লাহ শুরু করেন|

প্রশ্নর্কতা: ধন্যবাদ। তো প্রথমে যদি একটু বলেন আপনি আসলে কি কাজ করেন? আপনের পেশা কি?

উত্তরদাতা: আমি একজন মানে গার্মেন্টস কর্মী হিসেবে কর্মরত দীর্ঘ চার বছর থেকে এখানে মানে কাজ করছি ।

প্রশ্নর্কতা: এটা কোন গার্মেন্টস?

উত্তরদাতা: এটা হচ্ছে .... ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। আচ্ছা।

উত্তরদাতা: মানে "ন" গ্রুপ যেটা বলে।

প্রশ্নর্কতা: "ন" গ্রুপ। অইখানে কি হিসাবে আছেন আপনি ?

উত্তরদাতা: আমি অইখানে ধরেন কি ইনপুট এর মানে কাটিং সেকশন এ একজন সাধারন শ্রমিক হিসাবে কাজ করি।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা। তো আপনের পরিবারে কে কে আছে ভাই ?

উত্তরদাতা: আমার পরিবারে বর্তমানে আমরা ধরেন যৌথ পরিবার ।তবে আমরা একক পরিবার হিসাবে থাকি । আমার বোন , আমি , আমার ওয়াইফ এবং আমার এক বাচ্চা।

প্রশ্নর্কতা: বাচ্চা। তো আপনের বাচ্চার বয়স কত ?

উত্তরদাতা: আমার বাচ্চার বয়স তিন বছর।

প্রশ্নর্কতা: আপনি আপনার স্ত্রী আর তিন বছরের বাচ্চা । আর কে আছে?

উত্তরদাতা: আমার বোন আছে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা আর?

উত্তরদাতা: আর বাড়িতে ধরেন কি ছোট বোন আছে, ভাই আছে।

প্রশ্নর্কতা: এখানে?

উত্তরদাতা: এখানে আর কেউ নাই।

প্রশ্নর্কতা: আর কেউ নাই। তাহলে হচ্ছে পরিবারে চার জন। তাহলে গার্মেন্টস এ আরও একজন কাজ করছিলেন আপনি বলতেছিলেন। তারমানে যিনি আয় করেন । উনি কি আপনের বোন ?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ উনি আমার ছোট বোন ।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা তো আপনাদের মাসে আয় কেমন ?

উত্তরদাতা: মাসে ২ জনের ধরেন ২২ হাজার টাকা।

প্রশ্নর্কতা: ২২ হাজার টাকা।

উত্তরদাতা: ২০ থেকে ২২ হাজার হবে

প্রশ্নর্কতা: ২০ থেকে ২২ হাজার টাকার মত । তাহলে আমরা কত নিব ২২ হাজার ধরব ?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ ২২ হাজার ।

প্রশ্নর্কতা: তো এখন যারা বাড়িতে একি সাথে বসবাস করেন এরা ছাড়া আপনের বাড়ি থেকে কি কোন আত্মীয় স্বজন তারা কি বেড়াতে আসেন?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ আসে মাঝে মাঝে।

প্রশ্নর্কতা: কোন জায়গা থেকে আসে এরা?

উত্তরদাতা: বাড়ি থেকে।

প্রশ্নর্কতা: কে আসে বাড়ি থেকে?

উত্তরদাতা: বাড়ি থেকে ছোট ভাই, বোন অথবা বাবা।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা আচ্ছা । আসলে কি থাকে নাকি চলে যায়?

উত্তরদাতা: থাকে ধরেন কি এক সপ্তাহ এই রকম ২-৪ দিন ধরেন্

প্রশ্নর্কতা: থাকে তারপর?

উত্তরদাতা: তারপর চলে যায়।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা আচ্ছা । তো আপনি কি ভাই কোন পশু বা হাঁস মুরগি বা কিছু কি পালেন ?

উত্তরদাতা: না এখানে তেমন কোন সুযোগ নাই।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা আচ্ছা তো যদি একটু বলি আপনের বাসায় কি কি জিনিস আছে ফ্রিজ আছে ?

উত্তরদাতা: না এখানে ফ্রিজ নাই ।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা তো নাই ।

উত্তরদাতা: ওটা দেশের বাড়ীতে।

প্রশ্নর্কতা: এখানে ঘরের মধ্যে কি কি আছে ?

উত্তরদাতা: এখানে আছেন ধরেন খাট , ওয়ারড্রব , একটা সেলাই মেশিন ।

প্রশ্নর্কতা: জি ?

উত্তরদাতা: আর মানে আসবাবপত্র মানে ঘরের কাজ এর।

প্রশ্নর্কতা: টিভি বা ?

উত্তরদাতা: না টিভি এগুলো নাই ।

প্রশ্নর্কতা: টিভি নাই?

উত্তরদাতা: না ।

প্রশ্নর্কতা: শোকেস আর অন্য কিছু ?

উত্তরদাতা: না। চেয়ার টেবিল ধরেন এগুলো।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা । এছাড়া আর কি কিছু আছে আসবাবপত্র ?

উত্তরদাতা: আসবাবপত্র যেটা ধরেন মনে করেন তো প্রয়োজনীয় সেটা মনে করেন।

প্রশ্নর্কতা: একটু উলেখ করেন মানে কি কি আছে আর কি যেমন বলতেছিলেন খাট আছে, টেবিল আছে আর কি কি আছে ?

উত্তরদাতা: একটা সেলাই মেশিন আছে।

প্রশ্নর্কতা: আর?

উত্তরদাতা: আর ফ্যান।

প্রশ্নর্কতা: ফ্যান?

উত্তরদাতা: ২ রুম এ ২ টা ফ্যান আছে।

প্রশ্নর্কতা: জি?

উত্তরদাতা: আর হাড়ি পাতিল ধরেন নিত্য প্রয়োজনীয় যেগুলো প্রয়োজনীয়।

প্রশ্নর্কতা: টিভি বা ফ্রিজ?

উত্তরদাতা: টিভি বা ফ্রিজ এগুলো নাই।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা আচ্ছা । তো আপনের বাড়ীতে যে সম্পদ আছে মানে যেটা আপনের বাবার সম্পত্তি বা কেনা সম্পত্তি এইরকম কি কিছু আছে কি আছে বাড়ীতে ?

উত্তরদাতা: বাড়ীতে বাড়ি ভিটা ধরেন।

প্রশ্নর্কতা: ভিটা বাড়ি আর?

উত্তরদাতা: বাইরে এক বিঘার মত জমি আছে ।

প্রশ্নর্কতা: এটা কি ধানি জমি?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ ধানি জমি।

প্রশ্নর্কতা: ওটা কি আপনি নিজে মালিক নাকি ?

উত্তরদাতা: না ওটা আমার আব্বা মালিক।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা আচ্ছা । তো ভাই এখন যেটা জানতে চাচ্ছি যে, স্বাস্থ্য সেবা নেওয়া সম্পরকে যে আপনের যদি কেউ অসুস্থ হয় তাহলে কোন জায়গা থেকে ট্রিটমেন্টটা করেন?

উত্তরদাতা: আমরা ধরেন কি বর্তমানে যেহেতু এখন ঢাকায় বসবাস করতেছি ধরেন অসুস্থ হলে আমরা সচরাচর আশেপাশের যারা ডাক্তার আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং অবস্থা যদি একটু মানে খারাপ হয় তাহলে টঙ্গি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এ যোগাযোগ করি।

প্রশ্নর্কতা: মেডিকেল মানে ওটা তো একটা সরকারি একটা ৫০ বেড?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ ৫০ বেড । সেটা বর্তমানে এখন ২৫০ বেড।

প্রশ্নর্কতা: এখন ২৫০ বেড উন্নতি হয়েছে জি জি?

উত্তরদাতা: সেই জায়গা তে যোগাযোগ করি।

প্রশ্নর্কতা: তো অইখানে কখন যান ওই ২৫০ বেড এ?

উত্তরদাতা: এখানে তো মনে করেন আমরা ম্যাক্সিমাম অফিস করি।

প্রশ্নর্কতা: জি?

উত্তরদাতা: ১০.৩০ থেকে ১১ টার মধ্যে।

প্রশ্নর্কতা: সকালে ?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ সকালে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা অইখানে যান কি বড় ধরনের কোন অসুখ হলে নাকি ছোট খাট অসুখ এর জন্য?

উত্তরদাতা: মানে ছোট খাট অসুখ এর জন্য যাই।

প্রশ্নর্কতা: ছোট খাট অসুখ এর জন্য যান। আচ্ছা তাইলে পরিবারের এখন সবার শরীর কেমন আছে ভাইয়া ?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ বর্তমানে সবাই সুস্থ আছে।

প্রশ্নর্কতা: তো কেউ কি মাঝে মধ্যে অসুস্থ হয় ?

উত্তরদাতা: না এইরকম ইয়ে নাই।

প্রশ্নর্কতা: যেমন ঐযে আপনের ওয়াইফ (৫.০০ মিনিট) এর সাথে যখন আমি প্রথমে আসার পর কথা বলছিলাম, উনি বলতেছিল আপনার বাচ্চাটার নাকি ২ দিন আগে জ্বর এবং ডায়রিয়া হইছিল?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ ২ দিন আগে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা আচ্ছা । তো হটাৎ করে কি হল?

উত্তরদাতা: ছোট বাচ্চা এটা সেটা খাওয়া দাওয়া করে সেজন্য।

প্রশ্নর্কতা: তো ওকে কি ডাক্তার দেখায়ছিলেন?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ এখানে পাশে একটা ডাক্তার আছে তাকে দেখায়ছিলাম ।

প্রশ্নর্কতা: কোথাকার ডাক্তার উনি ?

উত্তরদাতা: উনি এখানে ফার্মেসি খুলে বসে।

প্রশ্নর্কতা: ঔষধ বিক্রি করে নাকি ডাক্তার?

উত্তরদাতা: ঔষধ বিক্রি করে এবং ডাক্তার যৌথ।

প্রশ্নর্কতা: মানে কি রকম ডাক্তার সে বড় পাস করা ডাক্তার?

উত্তরদাতা: মানে ওখানে ধরেন কি ওনার বড় ডাক্তার আছে বসেন।আর উনি হচ্ছে প্রেসক্রিপশন অনুসারে ডাক্তার যে ঔষধ দেয় সেটাই সাপলাই করে থাকে।

প্রশ্নর্কতা: সাপলাই না বিক্রি করে ?

উত্তরদাতা: বিক্রি করে।

প্রশ্নর্কতা: উনি নিজেও কি এইরকম প্রেসক্রিপশন করে যে এই ঔষধ খান বা এটা করেন বলে ?

উত্তরদাতা: না এইরকম বলে না।

প্রশ্নর্কতা: আপনি যে বাচ্চার ট্রিটমেন্ট এর জন্য কোথায় গেসিলেন?

উত্তরদাতা: আমি প্রথমে ওই ফার্মেসিতে গেসিলাম কিন্তু ফার্মেসির ওখানে যখন ডাক্তার পায় নি, পরে আবার যোগাযোগ করছি।

প্রশ্নর্কতা: কার সাথে?

উত্তরদাতা: ওই লোকের সাথেই পরে বলছে কি টাইম দিছে আপনি বিকালে আসেন তখন ডাক্তার আসবে।

প্রশ্নর্কতা: ডাক্তার দেখায়ছিলেন বাচ্চা কে ?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ দেখায়ছিলাম।

প্রশ্নর্কতা: কত ছিল ডাক্তার এর ভিজিট ?

উত্তরদাতা: এখানে ওই লোকের মাধ্যমে ধরে ২০০ টাকা ভিসিট।

প্রশ্নর্কতা: তো ডাক্তার কোন প্রেসক্রিপশন দিছে বা কোন ব্যবস্থাপত্র দিছে বা কোন ঔষধ দিছে লিখিতভাবে?

উত্তরদাতা: দেখার পর বলছে তেমন কিছু হয় নি । তিনি ঔষধ লিখে দিছেন ২ টা কি ৩ টা ঔষধ । এতে ইনশাল্লাহ আমার বাচ্চার ভাল হয়েছে ।

প্রশ্নর্কতা: এটা কি কাগজে লিখে দিছিল বা প্রেসক্রিপশনে লিখে দিছিল । আর ভিসিট ২০০ টাকা দিছিলেন তাই তো ।

উত্তরদাতা: হ্যাঁ।

প্রশ্নর্কতা: দেয়ার পর ঔষধ কিনছেন মানে ওই ফার্মেসি থেকে ?

উত্তরদাতা: হুম।

প্রশ্নর্কতা: কোন জায়গায় এই ফার্মেসিটা ?

উত্তরদাতা: এই টিএনটি বাজারে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা । ফার্মেসির নাম কি আপনার মনে আছে?

উত্তরদাতা: 'ম' না কি যেন নামটা। নামটা তো মনে নাই।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা তো কেউ যদি ভাই অসুস্থ হয়ে যায় ধরেন আপনের বাচ্চা বা আপনি তখন তাদের দেখাশুনাটা কে করে?

উত্তরদাতা: আমার বাচ্চাকে আমার ওয়াইফ দেখাশুনা করে ।

প্রশ্নর্কতা: ওয়াইফ করে?

উত্তরদাতা: জি যেহেতু ও বাসায় তো সব সময় অবস্থান করে।

প্রশ্নর্কতা: উনি কোথাও কি চাকরি বাকরি করে ?

উত্তরদাতা: না কোথাও চাকরি বাকরি করে না ।

প্রশ্নর্কতা: তো আপনের বাচ্চার যে ডায়রিয়া হইছিল এছাড়া আর কেউ কি বর্তমানে অসুস্থ আছে, শ্বাসকষ্ট বা অন্যকিছু সমস্যা ?

উত্তরদাতা: না না এইরকম কোন সমস্যা নাই।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা ।তো ভাই আপনি কি মনে করতে পারেন দৈনন্দিন অনেক কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় তো আমরা অসুস্থ হয়ে যাই ঠিক না?

উত্তরদাতা: হুম।

প্রশ্নর্কতা: এই ধরনের কোন কেউ কি অসুস্থ হইছিল?

উত্তরদাতা: এইরকম ধরেন কি আমরা অনেক সময় ক্লান্ত থাকার কারণে হয়, তাছাড়া মনে করেন আর কোন সমস্যা আপাতত নাই।

প্রশ্নর্কতা: আপনার বাচ্চাটার যে ডাইরিয়া এবং জ্বর হইছিল তার জন্য যে ঔষধ আনছিলেন সেটা কয়দিন খাওয়াইছিলেন? এটা কয়দিনের জন্য দিছিল ?

উত্তরদাতা: ঔষধটা দিছিল ধরেন কি চারদিন ।তবে প্রথমদিন ইনশাল্লাহ ভাল হয়ে গেছে। এরপর চারদিন ঔষধটা খাওয়াইছি।

প্রশ্নর্কতা: কি এন্টিবায়টিক দিছিল নাকি কোন নরমাল ঔষধ ?

উত্তরদাতা: না নরমাল ঔষধই।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা । মানে কি দিছে খেয়াল আছে কি আপনার? বলতে পারবেন একটু ?

উত্তরদাতা: না, নামটা বলতে পারব না।

প্রশ্নর্কতা: প্রেসক্রিপশনটা কি ঘরে আছে?

উত্তরদাতা: দেখতে হবে প্রেসক্রিপশনটা।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা তাহলে আমি একফাকে একটু দেখে নিব । আর হচ্ছে ঔষধ যে চার দিনের দিছিল চারদিনের সবগুলো খাওয়ায়ছিলেন নাকি কিছু আছে?

উত্তরদাতা: না কিছু মানে ধরেন কি আছে । মানে খাওয়ানোর পর যখন সুস্থ হয়ে চারদিন মেয়াদ শেষ তখন আর ওটা খাওয়াই নি।

প্রশ্নর্কতা: মানে বলে দিছে কয়বেলা কয়টা খাওয়াতে হবে ?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ , ওটা বলে দিছে ।

প্রশ্নর্কতা: ওটা কি বুঝায় দিছিল উনি ?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ বুঝায় দিছিল ।

প্রশ্নর্কতা: তো মানে খেয়াল আছে কয়টা খেতে বলছিল যেহেতু ২ দিন আগের বিষয় ?

উত্তরদাতা: টোটাল ঔষধ দিছিল ৩ টা।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা তারপর?

উত্তরদাতা: সিরাপ আর একটা হইছে আপনের ক্যাপ্সুল।

প্রশ্নর্কতা: দাম কেমন নিছিল ঔষধের?

উত্তরদাতা: টোটাল ৫০০ টাকা দাম।

প্রশ্নর্কতা: ৫০০ টাকা। টাকা তো অনেক আপনার কাছে কি মনে হয় এটা যে কোন দামি এন্টিবায়টিক ছিল?

উত্তরদাতা: একটা ঔষধের দাম ধরছে ২০০ কত টাকা জানি।

প্রশ্নর্কতা: আমি কি একটু প্রেসক্রিপশনটা দেখতে পারি , প্রেসক্রিপশনটা কি একটু দেয়া যাবে ?

উত্তরদাতা: আচ্ছা ওই ঔষধের ইয়েগুলা নিয়ে আসতে বলেন খাপগুলো।

প্রশ্নর্কতা: ঔষধ বা কি আছে বা প্রেসক্রিপশনটা একটু নিয়ে আসেন একটু কষ্ট করে । তাইলে ভাই যেটা বলছিলেন যে ৫০০ টাকা আর তার ভিসিট তো আলাদা ২০০ টাকা না?

উত্তরদাতা: হুম।

প্রশ্নর্কতা: ওটা চারদিনের জন্য খাওয়াতে বলছিল?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ চারদিনের জন্য।

প্রশ্নর্কতা: যেভাবে বলছিল পুরাটা খাওয়াছিলেন?

উত্তরদাতা: ঐভাবে খাওয়াছিলাম তবে প্রথম দিন ইনশাল্লাহ বাচ্চা সুস্থ হয়ে গেসিল।

প্রশ্নর্কতা: সুস্থ হয়ে গেসিল। তো সুস্থ হয়ে যাবার পর আবার খাওয়াছিলেন ?

উত্তরদাতা: খাওয়ায়ছি।

প্রশ্নর্কতা: মানে কেন খাওয়ায়ছেন ? ডাক্তার বলছে কি?

উত্তরদাতা: ধরেন ডাক্তার বলছে কি ভাল হলেও চারদিন খাওয়াবেন।

প্রশ্নর্কতা: যদি চারদিন না খাওয়ান সমস্যা কি ?সে তো ভালই হইছে, ভাল হবার পর ও আপনি চারদিন খাওয়াইছেন?

উত্তরদাতা: খাওয়াইছি।

প্রশ্নর্কতা: কেন খাওয়াইছেন ওটাই জানতে চাচ্ছি?

উত্তরদাতা: ওই যে ডাক্তার এর উপর একটা বিশ্বাস।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা আচ্ছা ।ডাক্তার এর উপর বিশ্বাস। তো ডাক্তার এই যে বলে চারদিন খাওয়ানোর জন্য তো এটা কেন বলে কি মনে হয় ভাইয়া?

উত্তরদাতা: এখন দেখেন এটা তো আমরা সাধারন জনগন, এটা তো ডাক্তাররা ভাল বুঝে।

প্রশ্নর্কতা: ঠিক আছে?

উত্তরদাতা: তবে ওটা আমার জানা মতে প্রত্যেক ঔষধের একটা টাইম আছে কি এতক্ষণ সময় খাওয়ালে সেটা হয়তবা শরীর এর জন্য পারফেক্ট কাজ করবে।

প্রশ্নর্কতা: জি কোর্স বলি আমরা?

উত্তরদাতা: কোর্স কমপ্লিট করা।

প্রশ্নর্কতা: কোর্স কমপ্লিট করা কি ভাল নাকি খারাপ?

উত্তরদাতা: কোর্স কমপ্লিট করাটাই বেটার।

প্রশ্নর্কতা: তো এটা কি সব সময় করেন ধরেন পরিবারে তো আরও আপনি আছেন?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ পরিবারে তো আমরা যখন অসুস্থ হই তখন কোর্স তো কমপ্লিটই করি।

প্রশ্নর্কতা: সবসময় করেন?

উত্তরদাতা: ম্যাক্সিমাম সময় কমপ্লিটই করছি।

প্রশ্নর্কতা: এমন কি কোন সময় হয় যে দিছে হয়ত মনে করেন (১০ মিনিট) সাতদিন খাচ্ছি দুর্বল লাগতেছে বা মনে হচ্ছে যে আর কেন খাব বা কেনার সময় কি অল্প করে কিনেন নাকি বেশি করে কিনেন ?

উত্তরদাতা: ওরা যতটুক লিখে দেয় ঠিক ততটুক আমরা কিনি।

প্রশ্নর্কতা: কোন সময় যদি টাকা সর্ট পরে যায় যেমন ৫০০ টাকা বা ৭০০ টাকা বা ২০০ টাকা ভিসিট ডাক্তারের পকেটে টাকা সর্ট পরে গেল তখন আপনি মনে করলেন যে না আজকে ২ দিনের জন্য নি বাকিটা আমি আবার পরে টাকা নিয়া আসব এইরকম কি হয় নাকি ভাই?

উত্তরদাতা: না এখানে ডাক্তাররাও আমাদের পরিচিত । আর যদি ধরেন দেখা যায় টাকা পয়সার কোন সমস্যা দেখা যায় পাশে কারো কাছ থেকে নিয়ে সেটা ম্যাকআপ করি।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা তাইলে যেটা আমি ঔষধ এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আপনার বাচ্চার জন্য দিছিল ইমিস্ট্যাট ৫০ এম এম (Emistat 50ml) এটা অরাল সলুশন দিছিল, তারপর একটা দিছে হইছে এজিন ৩০ এম এল (Ezin 30ml) এটা একমি কোম্পানির দিছে । আরেকটা হচ্ছে টামেন ৬০ এম এল (Tamen 60 ml) । তো কোনটা বলছিলেন একটু দাম বেশি । যেমন এটা ২০ টাকা এটা হচ্ছে ৫০ টাকা মনে হয় দেখলাম।

উত্তরদাতা: এটাই ।

প্রশ্নর্কতা: তাহলে এজিন টাই হচ্ছে ১৪০ টাকা?

উত্তরদাতা: হুম।

প্রশ্নর্কতা: এজিন , এজিথ্রম্যাইসিন । তাহলে এই যে ঔষধগুলো দিছিল এগুলোতে এখন ও তো ঔষধ আছে । তো এটা কি পুরো কোর্স কমপ্লিটই করছিলেন মানে চারদিন যে দিছিল?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ চারদিন।

প্রশ্নর্কতা: এখানে গায়ের মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি যে লিখে দিছে কলম দিয়ে?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ।

প্রশ্নর্কতা: দেড় চামচ প্লাস দেড় চামচ প্লাস দেড় চামচ । এই লিখাটা দিয়ে আসলে কি বুঝায়ছে? কে লিখে দিছে?

উত্তরদাতা: ডাক্তারের ওখান থেকে লিখে দিছে।

প্রশ্নর্কতা: যিনি ঔষধ বিক্রি করে উনি নাকি যে হচ্ছে ডাক্তার ?

উত্তরদাতা: যিনি ঔষধ বিক্রি করে উনি।

প্রশ্নর্কতা: মানে ফার্মেসিস্ট?

উত্তরদাতা: ফার্মেসিস্ট।

প্রশ্নর্কতা: উনি নিজ থেকে লিখে দিছে নাকি আপনি বলে দিছেন ?

উত্তরদাতা: না আমি বলছি কি খাওয়ার নিয়ম টা বলে দেন তখন ও লিখে দিছে।

প্রশ্নর্কতা: তখন উনি লিখে দিছে?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা আচ্ছা । এটা কেন? সবসময় কি এই রকম লিখে দেয় ?

উত্তরদাতা: ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই লিখে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: তো এটা লিখলে সুবিধাটা কি ভাই ?

উত্তরদাতা: সুবিধা ধরেন কি আমাদের জানার সুবিধাটা আর কি । এটা আরও একটু ভাল হয় ।এভাবে এত টুকু পরিমান এ খাওয়াতে হবে।

প্রশ্নর্কতা: এটা কি সব সময় এইভাবে দেয় ?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম সময় এইভাবে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: এটা তো ধরেন আমি দেখতেছি যে খাপের মধ্যে দিছে , প্যাকেট এর মধ্যে দিছে । কিন্তু এটা যদি হয় বড়দের ঔষধ হয় যখন পাতা থাকে ঔষধের তখন এখানে কি কোন চিহ্ন থাকে কি?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ তখন চিহ্ন দেয়া থাকে।

প্রশ্নর্কতা: এখানে কিভাবে দেয় চিহ্ন?

উত্তরদাতা: ওখানে ধরেন কি নিচে লিখে দেয় কি ১+০+১ মানে যখন যেটা থাকবে । জিরো (০) মানে খাওয়াতে হবে না । এক (১) মানে একটা খাওয়াতে হবে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা

উত্তরদাতা: মানে উল্লেখ করে দেয় নিয়মটা।

প্রশ্নর্কতা: সবসময় দেয়?

উত্তরদাতা: সবসময় মানে ম্যাক্সিমাম সময় দেয়।

প্রশ্নর্কতা: এটা কি আপনি নিজে বলেন ভাই একটু বুঝায় দেন?

উত্তরদাতা: না এটা ডাক্তারই দেয় বলতে হয় না এটা।

প্রশ্নর্কতা: উনারা করে আচ্ছা । একটা জিনিস তো হল দৈনন্দিন যদি অসুস্থ হয় ধরেন আপনার পরিবারে কেউ অসুস্থ হল বা ইয়ে হল তো সেটা মানে আপনি কি বুঝতে পারেন । আপনার পরিবারের একজন সদস্য অসুস্থ হয়ে গেল আপনার বাচ্চা আললাহ না করুক বা আপনি বা আপনার বোন বা আপনার ইস্ত্রি এটা কিভাবে বুঝেন যে সে এখন অসুস্থ । বাচ্চা ক্ষেত্রে যদি হয়?

উত্তরদাতা: বাচ্চা ক্ষেত্রে যদি হয় ধরেন দেখা যায় কি শরীর এখন হটাৎ রাত্রে জ্বর তখন বুঝতে পারলাম যে আমার বাচ্চা অসুস্থ । তখন আমি তাকে ধরেন কি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করছি।

প্রশ্নর্কতা: আর যদি আপনি অসুস্থ হন তাহলে?

উত্তরদাতা: তখন আমি নিজে বুঝি।

প্রশ্নর্কতা: কিভাবে বুঝেন?

উত্তরদাতা: তখন এই যে শরীরটা খারাপ লাগে, শরীর দুর্বল লাগছে, অথবা ক্লান্তি আসতেছে অথবা শরীর এ জ্বর।

প্রশ্নর্কতা: অথবা আপনার ইস্ত্রি বা বোন যদি অসুস্থ হয় সেটা কিভাবে বুঝেন?

উত্তরদাতা: সেটা ও একি । তারা বলে আমাকে গিয়ে আমার এই প্রবলেমটা হচ্ছে । তখন আমরা ওই হিসাবে পদক্ষেপ গ্রহন করি

প্রশ্নর্কতা: তাইলে যদি ভাই কেউ অসুস্থ হয় পরিবারে তাইলে প্রথমে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য আপনি কোথায় যান ?

উত্তরদাতা: প্রথমে কোন ডাক্তার আশেপাশের কোন লোকাল ডাক্তার এর কাছে যাই।

প্রশ্নর্কতা: লোকাল বলতে কি রকম ?

উত্তরদাতা: লোকাল বলতে ওদের ঔষধে কাজ করে।

প্রশ্নর্কতা: মানে ওদের পড়াশুনা কি , শিক্ষাগত যোগ্যতা কি ?

উত্তরদাতা: আমি সঠিক বলতে পারলাম না।

প্রশ্নর্কতা: ওরা কি ডাক্তারি লাইন এ কোন পড়াশুনা করছে নাকি হচ্ছে ঔষধ বিক্রি করে ?

উত্তরদাতা: ওরা ফার্মেসি খুলে বসে আছে ডাক্তারি লাইন পড়াশুনা করছে কিনা সঠিক বলতে পারব না।

প্রশ্নর্কতা: ওরা ফার্মেসি তে বসে ঔষধ বিক্রি করে?

উত্তরদাতা: হুম।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা ওখানে যাবার পরে ওরা প্রাথমিক চিকিৎসা কি দেয়, মানে কোন ধরনের অসুস্থতার জন্য তাদের কাছে যান?

উত্তরদাতা: প্রথমে ধরেন জ্বর হলে পরে নাপা, নাপা এক্সট্রা অথবা গ্যাসের ট্যাবলেট দিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা

উত্তরদাতা: যদি ধরেন কি ভাল না হয় সেক্ষেত্রে পরামর্শ দেয়া হয় ডাক্তার অমুক সময় আসবে আপনি তখন যোগাযোগ করেন।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা তো বেশির ভাগ সময় ছোট খাট অসুখের জন্য কোথায় যান ?

উত্তরদাতা: আশেপাশের ফার্মেসিতে।

প্রশ্নর্কতাঃ এমন কোন ফার্মেসি আছে যেটা আপনের বাসার কাছে সবসময় যাইতে (অস্পষ্ট ১৪.৪১- ১৪.৪৩) ?

উত্তরদাতা: 'ম' ফার্মেসি।

প্রশ্নর্কতা: এটা কোন জায়গায় বললেন?

উত্তরদাতা: টিএনটি বাজার।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা এখানে এই যে ফার্মেসিতে যাবেন সেটার ডিসিশন বা সিদ্ধান্তটা কে নেয়?

উত্তরদাতা: এটা বর্তমানে আমি নি।

প্রশ্নর্কতা: কেন আপনি নেন?

উত্তরদাতা: কারন এখানে বলতে গেলে আমি পরিবারে বড়, মেইন।

প্রশ্নর্কতা: সংসার চালাচ্ছেন । (১৫ মিনিট) তো এখন যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আপনি যখন মানে কেউ যখন ঔষধ আনতে যায় বেশির ভাগ সময় কে যায়?

উত্তরদাতা: বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমি যাই।

প্রশ্নর্কতা: আপনের ধরেন কাজে ব্যস্ততা আছে আপনি যেতে পারছেন না?

উত্তরদাতা: তখন ধরেন আমার ওয়াইফ যায়।

প্রশ্নর্কতা: মানে এটা কি খুব কাছে?

উত্তরদাতা: কাছেই বেশি দূরে না।

প্রশ্নর্কতা: হেঁটে যেতে?

উত্তরদাতা: ৫ মিনিট সময় লাগে হেঁটে যেতে।

প্রশ্নর্কতা: মানে এই যে আপনের তো এখানে সরকারি হাসপাতাল আছে, প্রাইভেট ক্লিনিক আছে আরও অনেক জায়গায় চিকিৎসা নেয়ার সুযোগ আছে তো ওখানে না যেয়ে আপনি বলতেছেন যে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ফার্মেসি বা ঔষধের দোকানে যান , তো এখানে বেশি যাবার যে সিদ্ধান্ত নেন এটা কেন নেন ভাই?

উত্তরদাতা: কারনটা হল এটা নিকটে কাছে । যেমন ধরেন স্বাস্থ্য ক্লিনিকগুলো অথবা মেডিকেলটা একটু দূরে । ওখানে যাবার জন্য একটু সময় প্রয়োজন ।দেখা যায় কি সবসময় সেখানে সমান সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় না।

প্রশ্নর্কতা: জি

উত্তরদাতা: যার কারণে আমরা পাশে কোন ফার্মেসিতে যোগাযোগ করে সেখানে যাই।

প্রশ্নর্কতা: জি

উত্তরদাতা: ম্যাক্সসিমাম ক্ষেত্রে আমরা ভাল হয়ে যাই ,সুস্থ হয়ে যাই।

প্রশ্নর্কতা: এমন কোন সময় কি হইছে যে আপনি গেছেন ফার্মেসিতে যে ঔষধ বিক্রেতা সে ঔষধ দিল কিন্তু ঔষধ খেলেন রোগ ভাল হচ্ছে না এমন কিছু কি হইছে আপনের পরিবারে?

উত্তরদাতা: না বর্তমানে এমন কোন কিছু হয় নি।

প্রশ্নর্কতা: মানে আপনার বা আপনার বাচ্চার বা ওয়াইফ এর?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: মানে ওইখানে যে যান কোন ব্যবস্থাপত্র বা স্লিপ কিছুতে লিখে দেয়?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ মাঝে মাঝে দেয় , ব্যবস্থাপত্র তো লিখে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: লিখে দেয়। যিনি ঔষধ বিক্রি করে উনি?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ উনিও লিখে দেয় মাঝে মাঝে।

প্রশ্নর্কতা: কাগজে প্রেসক্রিপশনে লিখে দেয়?

উত্তরদাতা: প্রেসক্রিপশনে লিখে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: কোন ছাপানো প্যাড বা কিছু কি আছে?

উত্তরদাতা: উপরে লিখা আছে 'ম' যার ফার্মেসির নাম অনুসারে।

প্রশ্নর্কতা: লিখে দেয় প্রায় সময় কিভাবে খাইতে হবে কি করতে হবে ?

উত্তরদাতা: হুম কিভাবে খাইতে হবে ঔষধের নাম কয়বেলা খাইতে হবে এটা লিখে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: আর ভিসিট নেয় বা ফি নেয়?

উত্তরদাতা: না ও কখনও ফি নেয় না।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা তো উনার কাছে গেলে উনি কি ঔষধ দেয় প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ?

উত্তরদাতা: প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নরমাল দেয়।

প্রশ্নর্কতা: এমনি এন্টিবায়টিক দেয় নাকি নরমাল ঔষধ দেয়?

উত্তরদাতা: এখন কোনটা এন্টিবায়টিক আর কোনটা নরমাল এটা তো আমরা জানি না।

প্রশ্নর্কতা: অনেক সময় বুঝা যায় ধরেন এটা পাওয়ারের ঔষধ মনে করেন একটু দাম বেশি। যেমন একটু আগে আমরা দেখতিছিলাম যে এজিন ১৪০ টাকা দাম ।অন্যগুলো হয়ত ২০ টাকা বা ৩০ টাকা । এটা থেকে বুঝা যায় মানে এটার দাম একটু বেশি ওটা এন্টিবায়টিক । তো আপনার কি মনে হয় যে দামি ঔষধ?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ দামি ঔষধ মাঝে মধ্যে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: তো ওগুলো খেয়ে আপনি ভাল হয়ে যান?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ সুস্থ হয়ে যাই।

প্রশ্নর্কতা: এই যে এখানে যাবে এই সিদ্ধান্তটা আপনি নেন?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ আমি নি।

প্রশ্নর্কতা: আর আল্লাহ না করুক বড় ধরনের কোন অসুখ, কাটা ছিঁড়া বা এক্সিডেন্ট এই ধরনের কিছু হলে তখন কি করেন ?

উত্তরদাতা: এই ধরনের কোন সমস্যা যদি হয়, তেমন সমস্যা হয় না। তবে এইরকম যদি সমস্যা হয় ভবিষ্যতে কখনও তখন আমরা তাৎক্ষনিকভাবে বাড়ি চলে যাই। রাজশাহিতে আমাদের নিজস্ব বাড়ি আর ডাক্তার ও আছে।

প্রশ্নর্কতা: এখান থেকে তো রাজশাহি অনেক দূর । যেতে যেতে মানে আললাহ না করুক কোন বিপদ হয়ে যায়?

উত্তরদাতা: মানে যদি ধরেন কি হয় মানে আমার চিন্তা ভাবনাটা কি ঢাকাতে মনে করেন এখানে তো কোন যোগাযোগ নাই। আর ওখানে তো মনে করেন অনেক পরিচিত আছে । তারপর আমার একজন চাচাতো ভাইও একজন ডাক্তার, তার ওয়াইফ ও ডাক্তার । সেখানে গেলে বেশি সুযোগ সুবিধা পাব ।

প্রশ্নর্কতা: মানে আপনার একটা আস্থা আছে যে ওখানে গেলে অনেক সুযোগ সুবিধা পাব?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ।

প্রশ্নর্কতা: কিন্তু এখানে যেটা হচ্ছে যে টঙ্গি মেডিকেল হাসপাতাল যেটা সরকারি হাসপাতাল ২৫০ বেডের যেটা প্লাস আর প্রাইভেট যে ক্লিনিক আছে এগুলোতে কোন সময় যান না?

উত্তরদাতা: না যাই না।

প্রশ্নর্কতা: আপনি প্রথমে বলতেছিলেন যে এখানে টঙ্গি মেডিকেল হাসপাতাল এ যাই । কখন যান ?

উত্তরদাতা: এখানে ধরেন কি হটাৎ একদিন রাত ৯ টার দিকে আমার বোনের একটা প্রবলেম হইছিল।

প্রশ্নর্কতা: কি সমস্যা?

উত্তরদাতা: পেটের ব্যথা ধরেন।

প্রশ্নর্কতা: তারপর?

উত্তরদাতা: তারপর সেই রাত ৯ টার সময় গেলাম। যাবার পরে ঔষধ- টশুধ দেয়ার পর ভাল হয়ে গেছে। এটাই।

প্রশ্নর্কতা: তারপরে?

উত্তরদাতা: তারপরে যখন ঔষধ নেয়ার পর যখন ভাল হয়ে গেছে তখন আবার ফিরত চলে আসলাম । মানে কোন ক্লিনিক এ যাই নি।

প্রশ্নর্কতা: একটা জিনিস কি ভাই বুজছেন সরকারি হাসপাতালে যে ডাক্তারগুলো আছে ওদের যে চিকিৎসা বা ঔষধ যেটা দেয় ওদের বুঝা রোগ সম্বন্ধে বুঝা আর এই যে ঔষধ বিক্রি করে যারা সাধারন ডাক্তারি করে এই দুই ডাক্তারের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি ?

উত্তরদাতা: পার্থক্য ধরেন কি অবশ্যই আছে , কিন্তু তেমন পার্থক্য তো বুঝতে পারি না । যদি নিয়মিত আসা যাওয়া করতে পারতাম তবে হয়ত আমাদের চোখে পড়ত।

প্রশ্নর্কতা: পার্থক্য তো অবশ্যই আছে এটা আপনি নিজে বুঝেন যে কোনটার কাছে গেলে আমার ভাল আর কোনটা খারাপ?

উত্তরদাতা: আমার মনে হয় কি মেডিকেলে পাস করা তারাই বেটার, তারাই ভাল।

প্রশ্নর্কতা: তাহলে আপনি বেশিরভাগ সময় যে বললেন ডাক্তারের কাছে যান ফার্মেসিতে মানে তাইলে কেন এখানে যান (২০ মিনিট) ?

উত্তরদাতা: এটা যাওয়ার মূল কারন হচ্ছে হাতের কাছে একবারে।

প্রশ্নর্কতা: আর টাকা পয়সা?

উত্তরদাতা: আর টাকা পয়সা বা খরচটা একটু কম লাগে।

প্রশ্নর্কতা: তাকে ফি তো দিতে হচ্ছে না?

উত্তরদাতা: না ফি দিতে হয় না।

প্রশ্নর্কতা: ওইখানে গেলে কি ফি দিতে হয়?

উত্তরদাতা: ওইখানে গেলেও ফি দিতে হয় না , কিন্তু ওখানে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়।

প্রশ্নর্কতা: এমনিতে সরকারি টিকিট সিস্টেম?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ টিকিট সিস্টেম।

প্রশ্নর্কতা: কিন্তু চিকিৎসা ব্যবস্থা কোনটা ভাল?

উত্তরদাতা: মেডিকেলেরটা ভাল।

প্রশ্নর্কতা: প্রাইভেট ক্লিনিকে বা হসপিটালে আবেদা এইরকম বেশ কয়েকটা আমি দেখেছি এগুলোতে কি কোন সময় যান ?

উত্তরদাতা: না এখানে কোন সময় যাই নি।

প্রশ্নর্কতা: কেন যান নি?

উত্তরদাতা: মানে ওখানে যাবার তেমন কোন প্রয়োজন হয় নি, তেমন কোন সমস্যায় পড়িনি আল্লাহর রহমতে।

প্রশ্নর্কতা: তাইলে পরিবারে লাস্ট যে আপনার বাচ্চা যে অসুস্থ হইছিল আপনি এটা ঔষধ আনছিলেন কোথা থেকে, এইযে আমাকে দেখালেন যেগুলো?

উত্তরদাতা: এই যে পাশে মানে ডাক্তার এর কাছ থেকে।

প্রশ্নর্কতা: ফার্মেসি থেকে?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ ফার্মেসি থেকে।

প্রশ্নর্কতা: মানে ওখানে কি ধরনের ঔষধ পাওয়া যায় ভাই?

উত্তরদাতা: মানে আমাদের যেগুলো প্রয়োজন হয়।

প্রশ্নর্কতা: মানে এন্টিবায়টিক থেকে সবই পাওয়া যায়?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ সবই পাওয়া যায়।

প্রশ্নর্কতা: এখানে টিএনটি বাজারে 'ম' ফার্মেসিতে?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ।

প্রশ্নর্কতা: এখন যদি একটু বলেন ,সেটা হচ্ছে এন্টিবায়টিক কি ? এন্টিবায়টিক আমরা যে বলি যে ধরেন আমি নিজেও অবশ্য ভাল বুঝি না । ধরেন এটা যদি এজিন ১৪০ টাকা দাম , এই যে এজিথ্রম্যাইসিন এটা যদি আমরা মনে করি একটা এন্টিবায়টিক উদাহরন দিচ্ছি , তাইলে এই এন্টিবায়টিক কি ? যদি আমাকে একটু বুঝায় বলেন এই এন্টিবায়টিক ঔষধটা আসলে কি?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়টিক ঔষধ বলতে আমার যেটা মনে হয় এটা একটা পাওয়ার ফুল ঔষধ যেটা খেলে রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:জি

উত্তরদাতা: এটা একটা স্থায়ী চিকিৎসার মত কাজ করে।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা আচ্ছা । তো একটা যে ধরেন নাপা বা অন্যান্য ঔষধ আছে আর এই যে এন্টিবায়টিক এই দুইটা ঔষধের মধ্যে পার্থক্যটা কি?

উত্তরদাতা: অবশ্যই ডিফারেন্স তো আছেই । যেমন নাপাটা আমার প্রতি মাসে ২-১ বার জ্বর তো আসতেই পারে তখন তো বার বার নাপা খাইতে হতে পারে । কিন্তু একটা দেখা গেল যে জ্বর হল তখন জিম্যাক্স নামের একটা পাওয়ার ফুল ঔষধ আছে যেটা খাইলে ধরেন কি নিশ্চিত অনেক দিন সুস্থ থাকা যায় ।

প্রশ্নর্কতা: তাইলে কোন ঔষধটা ভাল আপনের মতে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়টিক ভাল।

প্রশ্নর্কতা: তো এই যে মানে এন্টিবায়টিক মানে আপনারা যেটা ব্যবহার করেন তাইলে এন্টিবায়টিক কি জন্য ব্যবহার করেন?

উত্তরদাতা: সুস্থ থাকার জন্য।

প্রশ্নর্কতা: মানে তাইলে এটা কি দ্রুত সুস্থ হতে সাহায্য করে নাকি অন্য কোন কারণে বেশি কাজ করে?

উত্তরদাতা: মানে এটা দ্রুত সুস্থ হতে সাহায্য করে এবং স্থায় ।ী

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা ধরেন কোন ধরনের অসুস্থতা এন্টিবায়টিক ভাল করে যেমন একটা বললেন জ্বর আর কি কি রোগ ভাল করে ?

উত্তরদাতা: ঠান্ডা এই দুইটাই।

প্রশ্নর্কতা: আর তো অনেক ধরনের অসুখ আছে , কাটা ছিঁড়া বা এক্সিডেন্ট বা বিপদ-আপদ কোন কিছু হলে এন্টিবায়টিক দেন?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ দেই।

প্রশ্নর্কতা: তাইলে কি কি ভাল করে তাইলে যদি আমরা সামারি করি?

উত্তরদাতা: জ্বর, ঠান্ডা লাগা।

প্রশ্নর্কতা: জি

উত্তরদাতা: আবার কাটা ছিঁড়া।

প্রশ্নর্কতা: জি

উত্তরদাতা: আবার ধরেন কোন অপারেশন হলে।

প্রশ্নর্কতা: আর আপনের যে বাচ্চা হইছে এটা কি সিজারে হইছে নাকি নরমালে হইছে ?

উত্তরদাতা: নরমালে হইছে।

প্রশ্নর্কতা: হবার পর ভাবিকে কোন এন্টিবায়টিক কি কিছু দিছিল?

উত্তরদাতা: এটা নরমালে হবার পর বাড়ি দিয়ে দিছে আমি সঠিক বলতে পারব না।

প্রশ্নর্কতা: আর কিছু কি মনে হয় ভাই আর অন্য কোন রোগের জন্য ?

উত্তরদাতা: না আমার তেমন একটা মনে হয় না।

প্রশ্নর্কতা: তো এন্টিবায়টিক শরীরে কিভাবে কাজ করে ? ধরেন এন্টিবায়টিকটা আপনি খাইলেন যে জ্বর হল আপনি বললেন যে কিছুদিন আগে জিম্যাক্স না কি খাইছেন , জ্বর হবার পর নাপা

উত্তরদাতা: এটা ধরেন কি নরমাল ঔষধ এর চেয়ে দ্রুত কাজ করে।

প্রশ্নর্কতা: মানে শরীরে ঢুকে ও কাকে মারে বা কার বিরুদ্ধে কাজ করে কি মনে হয়?

উত্তরদাতা: এখন ভিতরে ঢুকলে তো বলতে পারি না, তবে আমার মনে হয় জ্বরের বিরুদ্ধে একশান করে।

প্রশ্নর্কতা: করে ভাল করে আচ্ছা আচ্ছা । মানে এই ঔষধগুলো আপনি আসলে কোন জায়গা থেকে আনেন । যেমন জিম্যাক্স ওটা কোন জায়গা থেকে আনছিলেন?

উত্তরদাতা: এটা ধরেন বাজার থেকেই।

প্রশ্নর্কতা: মানে কোন বাজার থেকে?

উত্তরদাতা: যে দোকান বলছি মানে ওই দোকান থেকেই।

প্রশ্নর্কতা: 'ম' টিএনটি বাজার ওটাই?

উত্তরদাতা: হুম ওটাই।

প্রশ্নর্কতা: বেশিরভাগ সময় কি ওই দোকান থেকেই কিনেন ?

উত্তরদাতা: ম্যাক্সিমাম সময় ওই দোকান থেকেই ম্যাক্সিমাম ঔষধ কিনি।

প্রশ্নর্কতা: কেন যান?

উত্তরদাতা: মানে ধরেন কি সুযোগ বলতে কি সে পরিচিত বা তার সাথে লেনদেন অনেক দিন এই জন্য

প্রশ্নর্কতা: আজকে কত বছর ধরে তার সাথে সম্পক?

উত্তরদাতা: প্রায় চার বছর থেকে।

প্রশ্নর্কতা: অনেক দিন ধরে। আচ্ছা তাইলে ভাই একটা জিনিস হচ্ছে যে এন্টিবায়টিক যখন কিনেন তখন কি প্রেসক্রিপশন লাগে , কোন স্লিপ বা কোন কিছু?

উত্তরদাতা: প্রেসক্রিপশন লাগে বা ওই ঔষধের খাপ বা কাভারটা নিয়া যাই।

প্রশ্নর্কতা: সেটা তো আগে একবার খেলে কিন্তু যদি প্রথমবার কিনতে গেলেন তখন?

উত্তরদাতা: না তখন লাগে না।

প্রশ্নর্কতা: মানে সে এন্টিবায়টিক কিভাবে দেয়?

উত্তরদাতা: সেটা ডাক্তারি ভাল বুঝে।

প্রশ্নর্কতা: মানে সে কি ঔষধের দোকানদার নিজেই দেয় নাকি আপনি যে বললেন অসুস্থ হলে ফার্মেসিতে যান?

উত্তরদাতা: যে ডাক্তার সেই দেয়।

প্রশ্নর্কতা: ডাক্তার মানে যে ঔষধ বিক্রি করে?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ ঔষধ বিক্রি করে।

প্রশ্নর্কতা: উনি কি পল্লী চিকিৎসক বা এই ধরনের কিছু নাকি?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ পল্লী চিকিৎসকই সম্ভবত।

প্রশ্নর্কতা: পড়াশুনা?

উত্তরদাতা: পড়াশুনা ধরেন আর কি তার কাছে অনেক রোগী যায়।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা।

উত্তরদাতা: ম্যাক্সিমাম সময় অনেক।

প্রশ্নর্কতা: পড়াশুনাটা কি?

উত্তরদাতা: এটা সঠিক বলতে পারলাম না । তবে আমার জানা মতে তার ভালই পড়াশুনা।

প্রশ্নর্কতা: সাধারন লাইনএ নাকি স্বাস্থ্য বিষয়ক লাইন?

উত্তরদাতা: এটা সঠিক বলতে পারব না। (২৫ মিনিট)

প্রশ্নর্কতা: তো মানে যখন যান তখন কি বলেন?

উত্তরদাতা: মানে আমি যেয়ে বলি যে আমার এই সমস্যা ।সে এই সমস্যা শুনে। শুনার পর তখন ঔষধ দেয়।

প্রশ্নর্কতা: মানে সেটা কি সাধারণ ঔষধ দেয় নাকি পাওয়ার ফুল এন্টিবায়টিক ঔষধ দেয়?

উত্তরদাতা: সাধারনত ধরেন কি নরমাল ঔষধগুলো দেয় যদি সেটা কাজ না করে তখন পরে ধরেন কি।

প্রশ্নর্কতা: ওই সাধারন ঔষধ কয়দিনের জন্য দেয়?

উত্তরদাতা: একদিন কি দুইদিন এইরকম দেয় যে খেলে ভাল হয়ে যাবে । অথবা এখন বলবে যে এটা আপনি এখন নিয়ে যান এবং দুইবার খান আর রাত্রে এসে আমার সাথে একবার দেখা করে যান।

প্রশ্নর্কতা: তখন আপনি কি করেন?

উত্তরদাতা: তখন আবার যাই। যেয়ে যদি বলি ভাই এখন তো আমার ভাল হয়ে গেছে ।তো বলে এই ঔষধটাই আপনি আর দুইবার খেলে ভাল হয়ে যাবেন । আর যদি বলি ভাই সুস্থ হলাম না তখন ঔষধটা চেঞ্জ করে আর ভাল ঔষধ দেয়।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা আচ্ছা । আপনার কাছে কি মনে হয় যে জিম্যাক্স যেটা দিছিল এটা কয়দিনের জন্য দিছিল ?

উত্তরদাতা: সাত দিনের জন্য দিছিল।

প্রশ্নর্কতা: কয়দিনের জন্য কিনছিলেন?

উত্তরদাতা: প্রথমে ধরেন কি তিন দিনের জন্য কিনছিলাম তারপর আবার ধরেন চার দিনের জন্য কিনছিলাম । সাত দিনই কাভার করে খাইছি।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা আচ্ছা। এইরকম যদি কোন এন্টিবায়টিক আপনি বা আপনার পরিবারের জন্য দেয় তখন এটা কি সবসময় এটা পুরাটাই কিনেন?

উত্তরদাতা: পুরাটাই কিনি।

প্রশ্নর্কতা: পুরাটাই কেন কিনেন?

উত্তরদাতা: ডাক্তার বলে কি এটা কোর্স কমপ্লিট করলে আর সমস্যা হবে না।

প্রশ্নর্কতা: আর যদি না করেন কি সমস্যা হতে পারে?

উত্তরদাতা: এটা সঠিক বলতে পারলাম না।

প্রশ্নর্কতা: ধরেন ডাক্তার একটা ঔষধ দিল সাত দিনের জন্য দিল আপনি সাত দিন খেলেন না। মনে করলেন তিন দিন খাচ্ছি । আমার অনেক মাথা ঘুরাচ্ছে, আমি দুধ ডিম খাচ্ছি, তাও দুর্বল লাগছে আমি আর খাব না । কেউ যদি এই রকম না খায় আপনার কাছে কি মনে হয় ।ধরেন আমি খেলাম না?

উত্তরদাতা: হয়ত আবার পুনরায় সেই রোগে ভুগতে পারে।

প্রশ্নর্কতা: আবার ও ভুগতে পারে। তো যখন আবার হইতে পারে তখন আবার তাকে এন্টিবায়টিক দিল বা আবার ঔষধ দিল, তখন কি সে ভাল হবে?

উত্তরদাতা: এটা অবশ্যই ভাল হবে । কিন্তু সে রোগীটা সাফার একটু বেশি হবে।

প্রশ্নর্কতা: কিন্তু রোগটা কি শরীর এর ভিতর থেকে যাচ্ছে নাকি?

উত্তরদাতা: না থেকে যায়।

প্রশ্নর্কতা: তো এটা ভাল করার জন্য কি করা যেতে পারে?

উত্তরদাতা: এটা ভাল করার জন্য আমার মনে হয় একজন ভাল ডাক্তার এর পরামর্শ নেওয়া উচিত।

প্রশ্নর্কতা: আর কি করা যেতে পারে?

উত্তরদাতা: আর যেটা ভাল ঔষধ যেটা খেলে আমি সুস্থ হয়ে যাব সেটা গ্রহন করা উচিত ।কোর্স কমপ্লিট করা উচিত।

প্রশ্নর্কতা: আর কোর্স কমপ্লিট করা উচিত। আর কি করা যেতে পারে?

উত্তরদাতা: এটাই।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা আচ্ছা। তো একটা জিনিস হচ্ছে যে আপনার পরিবারে এইরকম যাদের এন্টিবায়টিক খাওয়াচ্ছেন যেমন আপনি, আপনার ইস্ত্রি বা আপনার বাচ্চা বা আপনার বোনের জন্য সবসময় কি এইরকম কোর্স কমপ্লিট করেন?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ কোর্স কমপ্লিট করি।

প্রশ্নর্কতা: মানে আপনার কাছে কোন সময় মনে হয় না যে দাম অনেক বেশি । মানে এত টাকা দিয়ে আমি কিনব ? কেন আমি তো ভাল হয়ে গেছি আর না খাই - এই রকম কি মনে হয়?

উত্তরদাতা: না এই রকম মনে হয় না। কারণ ধরেন কি আমি আজকে আমার একটা সমস্যা হল আমি অর্ধেক খেলাম আবার দুইদিন পর আক্রান্ত হলে আর বেশি খারাপ লাগে। এই জন্য আমি পুরাটাই কমপ্লিট করি।

প্রশ্নর্কতা: এমন কি মনে হয় না যে আমি গরিব মানুষ বা আমি মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির সন্তান। আমার পক্ষে বারবার এইরকম দাম দিয়ে ঔষধ খাওয়া সম্ভব না। আমি খাচ্ছি আমার ইস্ত্রি বা বাচ্চাকে খাওয়ানো অনেক টাকার বিষয় । যেমন এই যে বলতেছিলেন ৫০০ টাকার ঔষধ আনছেন , ২০০ টাকা ভিজিট -৭০০ টাকা । তো আপনি মনে করতেন পারেন ৫০০ টাকার জায়গায় আমি ২০০ কিনলাম আর ৩০০ টাকা ভাল হয়ে গেলে আর খাওয়াব না । এইরকম কি করছেন?

উত্তরদাতা: না এইরকম কখনো করিনি।

প্রশ্নর্কতা: কখনও করেন নি?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা তো আপনার ছোট বাচ্চাকে যে এন্টিবায়টিক দিছিল সেটা বলছিলেন চার দিনের জন্য দিছিল । পুরোটাই খাওয়াছিলেন না?

উত্তরদাতা: হুম।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা ৫০০ টাকার ঔষধ নিছিলেন?

উত্তরদাতা: হুম।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা তো ওইটার প্রেসক্রিপশন কি দিছিল ডাক্তার যাকে দেখাছিলেন ?

উত্তরদাতা: হুম।

প্রশ্নর্কতা: তিনি কি পাস করা এমবিবিএস ডাক্তার নাকি?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ তিনি পাস করা এমবিবিএস ডাক্তার।

প্রশ্নর্কতা: কোথায় বসেন তিনি ?

উত্তরদাতা: ফার্মেসিতে বসে।

প্রশ্নর্কতা: ওই 'ম' ফার্মেসি যেটা সেটাতে?

উত্তরদাতা: হুম।

প্রশ্নর্কতা: কত ভিজিট দিছিলেন?

উত্তরদাতা: ২০০ টাকা।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা মানে আপনার বাচ্চাকে যে ঔষধগুলো দিছে, এখন আপনার বাচ্চা কি পুরাপুরি সুস্থ ?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ পুরাপুরি সুস্থ

প্রশ্নর্কতা: ডায়রিয়া কি ভাল হয়ে গেছে ?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ ভাল হয়ে গেছে।

প্রশ্নর্কতা: জ্বর

উত্তরদাতা: জ্বর টর সব কমপ্লিট।

প্রশ্নর্কতা: ঔষধ তো আরও দুইদিন আগে থেকে শুরু করছেন এখনও খাওয়াচ্ছেন?

উত্তরদাতা: না টোটাল ধরেন কি চার পাঁচ দিন থেকে কি অসুস্থ । দুইদিন খাওয়ানোর পর কমপ্লিট হয়ে গেছে ।মানে গত রাতে ঔষধ কাভার হয়ে গেছে।

প্রশ্নর্কতা: মানে চার দিন হয়ে গেছে?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ।

প্রশ্নর্কতা: তারমানে তার ঔষধ কিন্তু তাইলে আরও আগে হইছিল?

উত্তরদাতা: হ্যাঁ।

প্রশ্নর্কতা: আরও আগে মানে চার দিনের আগে । আজকে তাহলে পঞ্চম দিনে?

উত্তরদাতা: পঞ্চম দিন।

প্রশ্নর্কতা: আজকে আর ঔষধ খাওয়াছিলেন?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: তো এন্টিবায়টিক ধরেন যে আনেন কোন সময় কি মনে হয় যে এন্টিবায়টিক আমি খাচ্ছি ২-৪-৫ টা আছে আমি আর না খাই । এগুলো থাক পরে কেউ অসুস্থ হলে খাবে?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: ঘরে কি এইরকম কোন ঔষধ আছে?

উত্তরদাতা: না রেখে দি না।

প্রশ্নর্কতা: যে আমি খাচ্ছি আর ভাল লাগতেছে না । আর না খাই । পরে কেউ অসুস্থ হলে খাবে?

উত্তরদাতা: না।

প্রশ্নর্কতা: এই রকম রাখেন না?

উত্তরদাতা: না রাখি না।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা এন্টিবায়টিক এর গায়ে একটা এক্সপাইরি ডেট দেয়া থাকে যে মেয়াদ এর তারিখ বা কবে এটা কতদিন পর্যন্ত খাওয়া যাবে । এটা কি বুঝেন?

উত্তরদাতা: জি এটা বুঝি। ম্যাক্সিমাম সময় আমি ঔষধ কিনার সময় আমি এটা কাভারে দেখে নি যে সময় আছে কিনা।

প্রশ্নর্কতা: এটা কেন দেখেন ? এটার লাভটা কি?

উত্তরদাতা: অনেক সময় দেখা যায় কি ঔষধের একটা টেম্পার থাকে । সেটা উৎপাদনের একটা তারিখ থেকে এতদিন ব্যবহারযোগ্য।

প্রশ্নর্কতা: জি

উত্তরদাতা: তারপর এটা ব্যবহার করলে আর কাজ করবে না। এই ভয়েই বা এই সচেতনতার জন্য আমি ডেটটা নিজেই দেখি। (৩০ মিনিট)

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা যদি আপনি না কিনে পরিবারের অন্য কেউ কিনল ভাবি কিনল?

উত্তরদাতা: ম্যাক্সসিমাম ক্ষেত্রে ধরেন আমি যাই । আর দুইএক ক্ষেত্রে যদি সে যায় তখন তাকে বলে দি যে সতর্ক থাকার জন্য বা দেখে নেবার জন্য যে ডেটটা লিখা আছে কিনা।

প্রশ্নর্কতা: এমন কি হইছে যে ঘরে আনার পর আপনি দেখতেছেন যে ডেট ওভার হয়ে গেছে?

উত্তরদাতা: না এইরকম দেখি নি।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা তো ভাইয়া এটা কেন দেখা ভাল ? যদি কেউ না দেখে মেয়াদ উরতিন্ন কিনে এবং খেয়ে ফেলে তাহলে কি সমস্যা হতে পারে?

উত্তরদাতা: আমার মনে হয় কি সে ঔষধ খাবে ঠিকই কিন্তু কোন ফল পাবে না।

প্রশ্নর্কতা: আর কি সমস্যা হতে পারে?

উত্তরদাতা: তার শরীর পরিবর্তন তো হবেই না আরও খারাপের দিকে যাবে।

প্রশ্নর্কতা: মানে কি হইতে পারে তার?

উত্তরদাতা: সে আরও বেশি অসুস্থ হয়ে যেতে পারে।

প্রশ্নর্কতা: আর কি হতে পারে?

উত্তরদাতা: বেশি অসুস্থ হলে এমন একটা পর্যায় আসবে যে সিরিয়াস তাকে কোন মেডিকেল বা ক্লিনিকে ভর্তি করাতে হল।

প্রশ্নর্কতা: আর মানুষের শেষ পরিণতি কি হতে পারে?

উত্তরদাতা: মানুষের শেষ পরিণতি মৃত্যু।

প্রশ্নর্কতা: মৃত্যু হতে পারে যদি মেয়াদ ঠিক না থাকে?

উত্তরদাতা: অবশ্যই সে যদি ধরেন কি ভুলভাল ঔষধ খায় বা এক্সপাইরি ডেট ছাড়া খায় তাহলে তো মৃত্যু হবেই।

প্রশ্নর্কতা: এইরকম কি কখনও শুনছেন যে আপনার আত্মীয়-স্বজন বা আপনার পাড়া প্রতিবেশি কি ভুল এক্সপাইরি ডেট ছিল না , এইরকম ঔষধ খেয়ে কি হাসপাতালে ভর্তি হইছে এইরকম কি শুনছেন?

উত্তরদাতা: না এইরকম শুনি নি।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা ভাই আমার একদম শেষের দিকে । আমি এখন আসলে যেটা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে এন্টিবায়টিক রেজিস্ট্যান্ট এটা শুনছেন?

উত্তরদাতা: না এটা আমি শুনি নি।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়টিক রেজিস্ট্যান্ট আমরা বলি না যে শরীরে এন্টিবায়টিকটা রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেছে । ওই যে আমরা কথা বলতেছিলাম প্রথম দিকে একটু করে আপনি বলতেছিলেন যে এন্টিবায়টিকটা রেজিস্ট্যান্ট নিয়ে। আসলে এন্টিবায়টিকটা রেজিস্ট্যান্টটা কি?

উত্তরদাতা: না এটা আসলে বলতে পারলাম না।

প্রশ্নর্কতা: ধরেন কেউ ঔষধ খাচ্ছে কিন্তু রোগ ভাল হচ্ছে না এটা কেন ?

উত্তরদাতা: হয়তবা যে ঔষধটা প্রয়োজন সেটা সঠিকভাবে দেওয়া হয় নি।

প্রশ্নর্কতা: সেটা সঠিকভাবে দেওয়া হয় নি। আর কেন হতে পারে?

উত্তরদাতা: অথবা ভুল ঔষধ খাইছে।

প্রশ্নর্কতা: আর?

উত্তরদাতা: চিকিৎসক রোগ ধরতে পারে নি।

প্রশ্নর্কতা: আর এগুলো তো সাধারন । শরীরের মধ্যে কি কিছু হতে পারে যে ঔষধ শরীরের মধ্যে যেয়ে কোন একটা কিছু কি করতে পারে?

উত্তরদাতা: না এটা আমি বলতে পারলাম না সঠিক।

প্রশ্নর্কতা: ধরেন একটা ডাক্তার আপনার বাচ্চাকে চার দিনের জন্য ঔষধ দিল সেটা যদি আপনি এটা কি চার দিনই খাওয়ানো উচিত নাকি কয়দিন খাওয়ানো উচিত?

উত্তরদাতা: চারদিনই খাওয়ানো উচিত। কারণ যে ডাক্তার সে তো জেনেশুনে দিছে ঔষধগুলো । চারদিনই খাওয়ানো উচিত।

প্রশ্নর্কতা: যদি এটা কেউ কোর্স কমপ্লিট না করে কি সমস্যা হতে পারে?

উত্তরদাতা: কোর্স কমপ্লিট না করলে পুনরায় তার বাচ্চা অসুস্থ হয়ে পরবে।

প্রশ্নর্কতা: অসুস্থ হলে মানে কি সমস্যা হতে পারে । যেমন তার জ্বর ছিল, ডায়রিয়া ছিল আর এখন অসুস্থ হলে কি হবে তার?

উত্তরদাতা: অসুস্থ হলে আরও সিরিয়াস অবস্থা হয়ে যাবে কেউ ঔষধ দিলে তখন আর কাজ করবে না। এমন হতে পারে।

প্রশ্নর্কতা: তাইলে কেউ ঔষধ দিলে তখন আর কাজ করবে না এটাকে সাধারনত কি বলি আমরা?

উত্তরদাতা: এটা ধরেন কি আমরা মনে করেন কি অসুখটা সিরিয়াস কিন্তু ডাক্তার ধরতে পারে নি, এই কারণে ভাল হচ্ছে না।

প্রশ্নর্কতা: এটা তো একটা কারণ ডাক্তার এর ভুলের কারণে। আর একটা জিনিস শরীরের মধ্যে যেয়ে ঔষধ যখন কাজ করে না তখন কেন কাজ করে না শরীরে। এটা কি মনে হয়? যেমন আপনি অনেক দামি আর পাওয়ারফুল একটা ঔষধ খাচ্ছেন তো ডাক্তার যেটা দিছে সেটা তো জেনেশুনে দিছে যে সে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার । তারপরেও ভাল হচ্ছে না । শরীরে আমার কি এমন হইছে যে ঔষধটা কাজ করছে না । এটা কি মনে হয় ।এটা কি হইতে পারে?

উত্তরদাতা: এটা বলতে পারলাম না।

প্রশ্নর্কতা: তাইলে আপনের মতে কি যেকোনো ঔষধ বা এন্টিবায়টিক এর কোর্স কমপ্লিট করা উচিত নাকি উচিত না?

উত্তরদাতা: উচিত।

প্রশ্নর্কতা: উচিত কেন বলতেছেন যে উচিত?

উত্তরদাতা: যে রোগটা কমপ্লিটলি ভাল হয়ে গেল আর দ্বিতীয়বার হবে না।

প্রশ্নর্কতা: আর যদি কেউ কোর্স কমপ্লিট না করে কি সমস্যা হতে পারে?

উত্তরদাতা: বার বার সমস্যা হতে পারে ডাক্তার এর কাছে যেতে হতে পারে, টাকা খরচ হবে বেশি।

প্রশ্নর্কতা: আর ?

উত্তরদাতা: স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে।

প্রশ্নর্কতা: আর ?

উত্তরদাতা: আর শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হতে পারে।

প্রশ্নর্কতা: অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস জানতে পারলাম । আচ্ছা তাইলে এই যে এন্টিবায়টিক রেজিস্ট্যান্ট যে সমস্যাগুলো তৈরি করে তা নিয়ে কি আপনি চিন্তিত । মানে এন্টিবায়টিক রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেলে এটা তো একটা সমস্যা । এটা নিয়া মাঝে মধ্যে কি চিন্তা লাগে?

উত্তরদাতা: না আমি ওত গভীরভাবে চিন্তা করি নি।

প্রশ্নর্কতা: আচ্ছা আচ্ছা। এখন একটা পরামর্শ সাধারন মানুষ হিসাবে দেশের একজন সাধারন নাগরিক হিসাবে এন্টিবায়টিক রেজিস্ট্যান্ট বা শরীর যেন বার বার অসুস্থ না হয় এটা দূর করার জন্য ভাল করার জন্য কি করা যেতে পারে?

উত্তরদাতা: একজন ভাল চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা সেবা নেওয়াটা আমার মনে হয় সব থেকে বেটার।

প্রশ্নর্কতা: আর কি করা যেতে পারে যেমন একটা বললেন কোর্স এর---?

উত্তরদাতা: ডাক্তার এর প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ঔষধ খাওয়া প্রয়োজন।

প্রশ্নর্কতা: আর কি করা যেতে পারে?

উত্তরদাতা: এটাই আর কি।

প্রশ্নর্কতা: এই দুটাই । তো ধন্যবাদ ভাই আমি আসলে অনেক সময় নিয়েছি। অনেক সময় দিলেন আমাকে। গার্মেন্টস থেকে আসছেন এখন আবার যেতে হবে আপনাকে। তো আপনার যে খাবার সময় সে সময়টা দিলেন আমাকে । অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস জানতে পারছি । আমরা গবেষণার কাজে আপনার এই তথ্যগুলো কাজে লাগাবো । আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি। আপনার পরিবারে বাচ্চা এবং আরও যারা আছেন আমাদের জন্য দুয়া করবেন আর ভাল থাকবেন। আর আমি যাবার সময় আপনাকে একটা এন্টিবায়টিক রেজিস্ট্যান্ট এর একটা লিফলেট দিয়ে যাব । এটা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডাব্লিউ এইচ ও)। আমি দেখাছি এটা আপনাকে এখুনি। একটা ঔষধ কিভাবে খাবেন এটার একটা দিক নির্দেশনা দেয়া আছে । এটা যদি ঠিকমত না খান তাইলে কি পরিনতি হতে পারে বা কি সমস্যা হতে পারে সে সম্পর্কে দেওয়া আছে। এটা বাসায় যত্ন সহকারে রাখবেন, আর মাঝে মধ্যে পরিবারের সবাইকে একটু বলবেন। থাকেন, আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

উত্তরদাতা: আসসালামু আলাইকুম। আপনাকে ও ধন্যবাদ ।

প্রশ্নর্কতা: অলাইকুম আসসালাম। আপনাকে ও ধন্যবাদ ।